ভোরের কাগজ

তারিখ .... পৃষ্ঠা ১ কলাম ....

৩/৪ লাইনের উত্তরও নকল করতে গিয়ে দেদার বহিষ্কার

রাশিদুল হাসান, নরসিংদী থেকে ফিরে : খালেক ব্যাপারী তার প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিলো কেন? এবং মহব্বতনগর গ্রামে মজিদের প্রথম প্রবেশের বর্ণনা দাও। এ দুটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর মাত্র ৩/৪ লাইন। তারপরও গাইড বইয়ের পৃষ্ঠা কেটে শাহেদা আক্তার (রোল নং ৩২৪৮৬১) প্রশ্ন দুটির উত্তর ব্লাউজের ভেতর নিয়ে এসেছে। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক শাহেদাসহ অন্যান্যদের কাছে নকল আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলে প্রত্যেকেই দৃঢ়তার সঙ্গে না সূচক উত্তর দেয়। পরে

● এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

৩/৪ লাইনের উত্তরও

● প্রথম পাতার পর

মহিলা শিক্ষিকা দিয়ে শাহেদাকে চেক করানো হলে তিনি ব্লাউজের ভেতর থেকে ছোট নকলটি বের করে আনলে বহিষ্কার করা হয় শাহেদাকে। এ ধরনের বহিষ্কারের ঘটনা গতকাল শাহেদার ক্ষেত্রেই ঘটেনি, শফিকুল, আরমান, শাহীন, সুহেল, বাসেদ মিঞাসহ মোট ৮ জনের ক্ষেত্রে ঘটেছে। এরা প্রত্যেকেই কেউ মোজা, কেউ জাঙ্গিয়া, কেউবা বেল্টের ভেতর ছোট এবং সহজ প্রশ্নের নকল রেখে বহিষ্কৃত হয়েছে।

পরীক্ষার্থী বাসেদ মিঞার কাছে যে নকলের কপিটি ছিল সেটিতে ছিল টিকিয়া থাকা চরম সার্থকতা নয় এবং অতিকায় হস্তী লোপ পাইয়াছে...এই ব্যাখ্যাটি। আরেক ছাত্রীর কাছে পাওয়া যায় সমাস এবং বাগধারা লেখা নকল।

নরসিংদী জেলার সাদত আলী আদর্শ বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্রে গতকাল শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী, ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মুহাম্মদ জুনাইদসহ সাংবাদিকরা আকস্মিক পরিদর্শনে গেলে প্রতিমন্ত্রী ৮ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করেন।

মাতৃভাষা বাংলা প্রথম পত্রের পরীক্ষায় সহজ এবং ছোট প্রশ্নগুলোরও নকল নিয়ে আসার কারণে উপস্থিত সবাই বিস্মিত হয়েছেন। বাইরে থেকে আগত পরিদর্শকরা নকল ধরতে পারলেও এই কেন্দ্রের শিক্ষকরা নকল ধরার বিষয়ে মোটেই আগ্রহী ছিলেন না। বরং প্রতিমন্ত্রীর নকল ধরার পর ছাত্রছাত্রীদের অনেক শিক্ষক ধমক দিয়েছেন এই বলে, 'তোরা নিজেরা তো গেলি আমাদের কপালও খাইলি। দেইখা শুইনা কাম করতে পারিস না।' তবে এর ব্যতিক্রম ধারার আদর্শ শিক্ষক যে ছিলেন না তাও নয়।

এই কেন্দ্রে গত শনিবার ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা চলাকালীন নকলরত এক ছাত্রকে বহিষ্কার করায় আসাদুজ্জামান নামের শিক্ষককে পরীক্ষা শেষে বহিষ্কৃত ছাত্র এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা বেদম প্রহার করে। এ কাজে ঐ এলাকার বিএনপি কৃষক দলের সভাপতি বাসেত মোল্লা দায়ী বলে আহত শিক্ষক জানান। প্রতিমন্ত্রী এ ঘটনায় দায়ী ব্যক্তিদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেন। তিনি আহত শিক্ষককে তৎক্ষণাৎ ৫ হাজার টাকা প্রদান করেন।

সাদত আলী আদর্শ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে আহত শিক্ষকের ঘটনায় কোন কোন ছাত্র দায়ী সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি ছাত্রদের নাম বলতে গড়িমসি করেন। পরে প্রতিমন্ত্রীর ধমকে তিনি চারজন ছাত্রের নাম উল্লেখ করেন। গত ২৪ ঘণ্টায় স্থানীয় বিএনপির সরদার শাখাওয়াত হোসেন বকুল আহত শিক্ষককে দেখতে যাননি।

এই কেন্দ্রের কয়েক শিক্ষক বলেছেন, মন্ত্রী নকল ধরে ঢাকায় চলে যান আর আমাদের এখানেই থাকতে হবে। পর্যাপ্ত নিরাপত্তা না দিলে আমরা ছাত্রদের নকল ধরবো কোন সাহসে?

৩ শিক্ষকের আহত হওয়ার ঘটনায় কেউ গ্রেপ্তার হয়নি

ইংরেজি প্রথম এবং দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষায় বহিষ্কার করার ঘটনায় ৩ জন আহত হলেও এ পর্যন্ত কাউকেই গ্রেপ্তার করতে পুলিশ ব্যর্থ হয়েছে। তবে কাপাসিয়া ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে শিক্ষকের আহতের ঘটনায় দায়ী ব্যক্তিদের দু-একদিনের মধ্যেই গ্রেপ্তারের বিষয়ে নিশ্চয়তা দিয়েছেন গাজীপুর জেলার পুলিশ সুপার ইয়াসমীন।

এদিকে ঠাকুরগাঁওয়ে আহত শিক্ষককে দেখতে গতকাল শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পিজি [illegible] যান। তিনি তাকে সব ধরনের